ইত্তেফাক

300

তারিখ ২৮।১২।৮১

121

জনগণের কাছে কথাটি খুলিয়া বলা উচিত

গত তিরিশ বৎসরে কোন পরিকল্পনা সফল হয় নাই

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত তিরিশ বৎসরে পাঁচ পাঁচটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা মোটেও সফল হয় নাই— আজ অকুণ্ঠভাবে একথা জনগণকে খুলিয়া বলিয়া ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব তাহাদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত 'নৈতিকতা ও উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে গতকাল (রবিবার) পরিকল্পনা কমিশন সদস্য জনাব এম এ এইচ খোন্দকার একথা বলেন।

পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্রে আয়োজিত উদ্বোধনী অধিবেশন ও সেমিনারে বিচারপতি আবদুল মতিন খান চৌধুরী, ডঃ আখলাকুর রহমান, সাবেক কৃষি প্রতিমন্ত্রী ডঃ ইকবাল মাহমুদ, ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান, ডঃ ফরাস উদ্দিন, ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন, কৃষি অর্থনীতিবিধ ডঃ আবুল কাশেম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বলেন, মাত্র ২২৫টি পরিবার দেশের সর্বময় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। দেশের বন্ধ্যা দশা সৃষ্টির জন্য তাহারাই দায়ী।

দুর্নীতিতে দেশের উন্নয়ন সম্পদের সিংহভাগ লোপাট হইয়া যায়, এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য জনাব এ এফ এ হোসেন বলেন, সরকারী চাকুরীজীবী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের দুর্নীতিতে উন্নয়ন সম্পদের ৪০ ভাগই শুধু বিনষ্ট হয় না, অধিকন্তু অনুরূপহারে রাজস্ব ব্যয়ও বাড়িয়া যায়। উন্নয়ন সম্পদ ব্যক্তিগত পকেটে চলিয়া যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে তিনি তহবিল তসরূপ, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, খাদ্য ও সারের গুদাম লোপাট, শুল্ক ফাঁকি, নির্মাণ কাজে চুরি করার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, দুর্নীতির কারণেই বৃহৎ বৃহৎ প্রকল্প শেষ পর্যন্ত অকেজো ও বাজে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দুর্নীতির কারণেই ১৯৭৩ হইতে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রকল্প রূপায়ণের শতকরা ৪৪ ভাগ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হয় নাই। তিনি বলেন, 'অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই' বিরাট হোর্ডিং-এ কোরানের এ বাণী লিখিয়া যাহারা পথের পার্শে বসায়, তাহারাই জনগণের তহবিলের সবচাইতে বড় অপচয়কারী।

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

গত তিরিশ বৎসরে

(১ম পৃঃ পর)

বলেন, ২৭ হাজার কোটি টাকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাটিতে কাটিতে ১৩ হাজার টাকায় সংকুচিত হইয়াছে। নিজেদের সম্পদ না থাকিলে বৈদেশিক সাহায্যও আসে না। বৈদেশিক সাহায্যের সূত্রে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীর মাধ্যমে বৈদেশিক শোষণের এই অর্থনৈতিক নৈরাজ্যে উন্নয়ন হইতে পারে না। বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশের সক্রিয়তা যত কমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ তত প্রবল হয়। চিরাচরিত পদ্ধতিতে আগাইবার আশা চিরদিনের জন্য পরিহার করার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, ক্ষুধা, পরনির্ভরতা ও শোষণ হইতে ব্যক্তি গোষ্ঠি ও জাতিকে মুক্ত করাই প্রতিটি কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অপকৌশল প্রয়োগ করিয়া ক্ষমতা বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। শান্তিপূর্ণ সামাজিক উত্তরণ কাম্য হইলে উৎপাদন সম্পদে ব্যাপক জনগণকে ভাগ দিয়া সমাজের আমূল পুনর্গঠন করা আবশ্যক, সংস্কারের অবকাশ আর নাই। কৃষি অর্থনীতিবিদ ডঃ আবুল কাসেম বলেন যে, ৪০ ভাগ সম্পদ যখন রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দুর্নীতিতে খোয়া যাইতেছে তখন বলিতে ইচ্ছা করে, বিনা-সরকারেই হয়ত দেশ এতদপেক্ষা ভাল চলিবে। বিভিন্ন আমলে দুর্নীতির জন্য চিহ্নিত লোকদের সমাজগড়ার জন্য বসাইয়া দেওয়ার বিষময় ফল এখন দেখা দিতেছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

অর্থনীতিবিদ ডঃ আখলাকুর রহমান পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া বলেন, যে সমাজ ব্যবস্থায় যতটুকু সম্ভব, উহার বেশী কিছু করা সম্ভব হইবে না। ধনবাদী সমাজের রূপায়ণ ঘটানো যদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রারম্ভে এমন ব্যাপক দুর্নীতি স্বাভাবিক। তিনি বলেন, সমাজ বিকাশের প্রতিস্তরে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ থাকে, কেবল বাংলাদেশের আজকের মত নৈতিকতাহীন পরিস্থিতি দেখা দেয় সমাজ রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে। তিনি বলেন, চোরেরা যাহাতে রাজসিংহাসনে বসিয়া পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে, উহাই নিশ্চিত করা উচিত।

ডঃ ইকবাল মাহমুদ শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, গত দশ বৎসর যাবৎ ছাত্ররা আর আমাদের ওস্তাদ বলিয়া মানে না, তাহাদের ওস্তাদ অন্য কেহ।

প্রকৃত অর্থে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সঠিক পরিকল্পনার আহ্বান জানাইয়া বিচারপতি আবদুল মতিন চৌধুরী সকালের অধিবেশন উদ্বোধন করেন।

মধ্যাহ্নে সমিতির সাধারণ সম্মেলনে ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে সভাপতি ও প্রকৌশলী মাহবুব-উল হক ফেরদৌসকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া উন্নয়ন পরিষদের ৮২-৮৩ সনের নয়া কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হইয়াছে।